গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ২০ সংখ্যা | ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ - ২ জানুয়ারি ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

অভয়ার ন্যায়বিচার, মূল্যবৃদ্ধি রোধ সহ নানা দাবি নিয়ে

২১ জানুয়ারি কলকাতায় মহামিছিল

জমায়েত ঃ হেদুয়া, বেলা - ১২টা

আর জি কর-এর চিকিৎসক-ছাত্রীর ধর্ষণ-খুনের তথ্য-প্রমাণ লোপাটের মামলায় তিন মাস তদন্তের পরও সিবিআই চার্জশিট না দেওয়ায় সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলের জামিন পেয়ে যাওয়ার ঘটনা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যোগসাজশের ফল— ২০ ডিসেম্বর দলের রাজ্য অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, সিবিআইয়ের এই ভূমিকা এ রাজ্য সহ সারা দেশের মানুষকে হতবাক করেছে। ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর ন্যায়বিচারের দাবিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন, সর্বস্তরের মহিলা সহ অগণিত মানুষ রাতের পর রাত জেগেছেন, অসংখ্য সভা মিছিল হয়েছে, মেডিকেল কলেজগুলির চিকিৎসক-ছাত্র-অধ্যাপকরা আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছেন, গড়ে উঠেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট। হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত এই প্রতিবাদ গোটা সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছে। গণআন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রতিবাদ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে অম্লান থাকবে। আন্দোলন এই ভাবে যখন তুঙ্গে উঠেছে এবং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তখন সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে সিবিআই তদন্ত চালাতে থাকে। দেশের শীর্ষ আদালতের তত্ত্বাবধানে শীর্ষ তদন্তকারী সংস্থা এই দায়িত্ব নেওয়ায় রাজ্য সরকার এবং তার

চারের পাতায় দেখুন

মহামিছিলের দাবি

আর জি করে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের জামিনে সিবিআই-এর ভূমিকার প্রতিবাদ ● অভয়া খুন সহ স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও থ্রেট কালচারে জড়িত সমস্ত অপরাধীদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ● সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি ও চারটি শ্রমকোড সহ শ্রমিক এবং জনস্বার্থ বিরোধী শ্রমনীতি ও বিদ্যুৎ নীতি বাতিল ● কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য ● সমস্ত বন্ধ চা বাগান খোলা, চা শ্রমিকদের জীবনধারণের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা ● খেতমজুরের মজুরি ও সারা বছরের কাজ এবং ● বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, নারী নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি রোধ

গণকনভেনশনে বিপুল নাগরিক সমাবেশ

‘বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতি’!

হাল দেখে শঙ্কিত পুঁজিবাদী পণ্ডিতরাও

দেশটা এগিয়ে চলেছে, এগোতে এগোতে ছুঁতে চলেছে উন্নয়নের শিখর— ক্ষমতাসীন বিজেপির নেতারা এমন প্রচারই করে চলেছেন। কেমন এগিয়েছে দেশ? এতটাই যে, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় ইনফোসিস কর্তা নারায়ণমূর্তিকে কর্পোরেট কোম্পানির মালিকদের উদ্দেশে বলতে হচ্ছে, ‘সহানুভূতিশীল পুঁজিবাদ (কমপ্যাশনেট ক্যাপিটালিজম) চাই’! ১৫ ডিসেম্বর ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্সের শতবর্ষের সূচনা উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে পুঁজিপতিদের কাছে তাঁর এই আর্জি। শুধু তিনিই নন, কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনন্ত নাগেশ্বরন সম্প্রতি বলেছেন, কোভিডের পরবর্তী সময়ে ভোগ্যপণ্যের বিক্রিবাটা ধীরগতিতে হলেও হচ্ছে। কিন্তু মজুরির হারের বৃদ্ধি এতটাই কম যে, তাতে কোনওমতেই চাহিদা বাড়ছে না। তাঁর মতে আর্থিক বৃদ্ধির প্রশ্নে এটাই মূল মাথাব্যথা (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১২.১২.২০২৪)।

তাঁরা এত চিন্তিত কেন? নারায়ণমূর্তি সাহেব তো কিছুদিন আগে থেকেই বলে চলেছেন, দেশের শ্রমিক কর্মচারীদের সপ্তাহে অন্তত ৭০ ঘণ্টা কাজ করা উচিত। অর্থাৎ তাঁর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সপ্তাহে ৬টি কাজের দিনে গড়ে ১২ ঘণ্টার বেশি ডিউটি করতে হবে। অবশ্য তাঁর কথা থেকে বোঝা যায়নি, অসংগঠিত ক্ষেত্রের অগণিত শ্রমিকদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের খবর তিনি কতটুকু রাখেন? এমনকি আইটি সেক্টরের কাজের সময় কতটা লম্বা, তার খোঁজও তিনি রাখেন

দুয়ের পাতায় দেখুন

আম্বেদকর সম্পর্কে অমিত শাহের মন্তব্য অনভিপ্রেত

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২০ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বি আর আম্বেদকর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের চরম অবমাননাকর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দু'নম্বর ব্যক্তির কাছ থেকে এই ধরনের মন্তব্য একেবারেই অনভিপ্রেত।

আন্দোলন তীব্র করার ডাক

গণকনভেনশনে

অভয়ার ধর্ষণ-খুন ও তার সমস্ত তথ্য-প্রমাণ লোপাটের মামলায় মূল অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলকে ৯০ দিন পরেও সিবিআই চার্জশিট না দেওয়ায় তাঁরা যে ভাবে জামিন পেয়ে গেলেন তা জনমনে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটল ২৩ ডিসেম্বর শ্যামবাজারে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম, নার্সেস ইউনিটি ও ১৩০টি নাগরিক সংগঠনের ডাকে আয়োজিত গণকনভেনশনে। জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সমাজের নানা স্তরের বিপুল সংখ্যক নাগরিক, মেডিকেল ছাত্রছাত্রী ও জুনিয়র ডাক্তাররা কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের নেতা অনিকেত মাহাত, দেবাশীষ হালদার, কিঞ্জল নন্দ, আসফাকুল্লা নাইয়া, অগ্নিবীণ কুণ্ডু। বক্তব্য রাখেন ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ডাঃ অশোক সামন্ত, ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র, ডাঃ সজল বিশ্বাস, সিস্টার ভাস্বতী মুখার্জী ও নাগরিক আন্দোলনের পক্ষে সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী। এ ছাড়াও বিভিন্ন পেশা ও নাগরিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হয়।

বক্তারা বলেন, সিবিআইয়ের চার্জশিট না দেওয়ার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা জনমনে যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে আন্দোলনকে সঠিক পথ ও দিশা দেখাতেই এই

পাঁচের পাতায় দেখুন

শঙ্কিত পুঁজিবাদী পণ্ডিতরাও

একের পাতার পর

কি না জানা নেই। তবে তাঁকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল অতি সম্প্রতি কর্পোরেট কোম্পানিতে কাজের চাপে উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের পর্যন্ত অকাল মৃত্যুর একাধিক রিপোর্ট সংবাদমাধ্যমেই এসেছে। নারায়ণ মূর্তিজি এর কোনও প্রতিকার চেয়েছেন বলে কারও জানা নেই। কিন্তু উদার অর্থনীতি, মুক্ত বাজার অর্থনীতির দ্বারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সব সংকট কাটিয়ে ফেলার ঢাক এতদিন ধরে বাজানোর পর 'সহানুভূতিশীল' হওয়ার জন্য পুঁজিমালিকদের কাছে এমন কাতর আর্জি জানাতে হচ্ছে কেন? আসলে ঢাক যত জোরেই বাজুক না কেন, দিনে দিনে পুঁজিবাদী বাজারের সংকট যে সব সমাধানের অতীত হয়ে উঠেছে তা নারায়ণমূর্তির মতো ঝানু কর্পোরেট কর্তার বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সে জন্যই তাঁর এই কাতর আবেদন! পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটারই অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের যা আর্থিক পরিস্থিতি, তাতে বাজারের সম্প্রসারণ দূরে থাক সাধারণ ভোগ্যপণ্যের ক্রেতা পাওয়াই মুশকিল। গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাকেই সমরাস্ত্র উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করে, যুদ্ধাস্ত্র কিংবা সামরিক উপকরণের ব্যবসায় একচেটিয়া মালিকদের মুনাফার ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে, তাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামগ্রিক সংকট কাটে না।

সংকটটা কতটা গভীর তা মানুষ নিজের জীবন দিয়েই বুঝতে পারে, কিন্তু একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে সরকারের কাছেও পরিস্থিতিটা তুলে ধরেছে কর্পোরেট মালিকদের সংস্থা ফিকি এবং কর্মচারী সরবরাহ করার সংস্থা কোয়েস গ্রুপের যৌথ সমীক্ষা। দুই সংস্থা সরকারের কাছে জমা দেওয়া রিপোর্টে দেখিয়েছে—২০১৯ থেকে '২৩ এই চার বছরে কর্পোরেট মালিকদের মুনাফা বেড়েছে চারগুণ। ২০০৯ থেকে ২৪ এই পনেরো বছরের মধ্যে এই মুনাফা সর্বোচ্চ। কিন্তু একই সময়ে শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরি এবং বেতন কার্যত কমেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেসিং এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্থাৎ পরিকাঠামো এই মূল ক্ষেত্রগুলিতে (ইএমপিআই) শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বেড়েছে গড়ে মাত্র ০.৮ শতাংশ। ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, ফিনান্স ক্ষেত্রে গড় বেতন বেড়েছে চার বছরে মাত্র ২.৮ শতাংশ। আইটি, লজিস্টিক (পণ্যপরিবহণ), রিটেল চেন ইত্যাদিতে গড়ে সাড়ে তিন থেকে চার শতাংশ বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য (এফএমসিজি) বিক্রির কোম্পানিগুলিতে কর্মচারীদের বেতন একটু বেশি হারে (৫.৪ শতাংশ) বেড়েছে বলে দেখালেও তাদের বেতনের পরিমাণটাই এত কম যে টাকার অঙ্কে তা অতি সামান্য। এই সময়ের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির হার কত? এই চার বছরে সরকারের তথ্য ঢাকার সব চেষ্টা সত্ত্বেও ভোগ্যপণ্যের গড় মূল্যবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের নিচে প্রায় নামেইনি। তাহলে শতাংশের অঙ্কে কর্মচারীদের প্রাপ্যে যতটুকু বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে তা কি বাস্তবে বৃদ্ধি? আসলে মজুরি এবং বেতন কমেছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই ম্যানেজমেন্ট স্তরের সাথে সাধারণ কর্মচারীর বেতনের পার্থক্য এতটাই বেশি যে, এই সামান্য শতাংশের গড় বৃদ্ধিটাও আসলে সকলের জন্য বৃদ্ধি নয়। স্ট্যাটিস্টিকসের পরিভাষায় সমীক্ষকরা বলেছেন, সংগঠিত ক্ষেত্রেও বেতন বৃদ্ধির হার 'ঋণাত্মক'। সোজা কথায়, মুনাফা যতই বাড়ুক, বেতন ক্রমাগত কমছে (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১২.১২.২০২৪)।

এই দেখেই অনন্ত নাগেশ্বরন ৫ ডিসেম্বর অ্যাসোচেমের একটি সভায় খুবই উদ্বেগের সাথে শিল্পপতিদের বলেছেন, 'শ্রমিকদের যথেষ্ট বেতন না দিলে, যথেষ্ট সংখ্যায় শ্রমিককে কাজে না নিলে তা কর্পোরেট সেক্টরের পক্ষে কার্যত আত্মধ্বংসের সমান হবে।' কারণটা তিনিই ব্যাখ্যা করেছেন, এটা না হলে অর্থনীতিতে চাহিদা তৈরি হবে না, কর্পোরেটেরা নিজেদের পণ্য বিক্রিরও বাজার পাবে না (ওই)। খোদ নরেন্দ্র মোদি সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টার আসল উদ্বেগের কারণটা বোঝা গেল নিশ্চয়ই! তিনি শ্রমিক-কর্মচারীদের দুর্দশা নিয়ে উদ্বিগ্ন নন, উদ্বিগ্ন বৃহৎ পুঁজিমালিকদের বাজার সংকট নিয়ে।

লন্ডনে অবস্থিত সংবাদ বিশ্লেষক সংস্থা 'ইন্ডিয়া আইএনসি'-র সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতিবিদরাও বলছেন, ভারতের বৃহত্তর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হল উপযুক্ত মজুরির কাজের অভাব। কর্মসংস্থান এমনিতেই কম, তার ওপর যতটুকু কাজ তৈরি হচ্ছে তাতেও কাজের তুলনায় মজুরি অতি নিম্ন। বেকারত্বের হারের হিসাবে সরকার অনেক জল মেশালেও গত সেপ্টেম্বরে বেসরকারি সমীক্ষা সংস্থা 'সিএমআইই'-র হিসাবে তা ছিল ৭.৮ শতাংশ। ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী যুব সমাজের হিসাবকে আলাদা করে ধরলে বেকারত্বের হার পৌঁছে যাচ্ছে প্রায় সাড়ে দশ শতাংশে। তাদেরই সমীক্ষা অনুযায়ী লেবার ফোর্স পার্টিশিপেশন রেট অর্থাৎ কর্মক্ষম মানুষের কত শতাংশ কাজ পায় তার পরিসংখ্যান সেপ্টেম্বরে ছিল ৪১ শতাংশ (ফোর্বস ইন্ডিয়া.কম, ১৭.১০.২৪)। অর্থাৎ দেশের সবচেয়ে কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৫৯ শতাংশ কোনও আর্থিক রোজগার করার মতো কাজে যুক্ত নয়। শ্রমের বাজারে এত বিপুল শ্রমিকের জোগান থাকলে পুঁজি মালিকরা অতি সস্তায় শ্রমিক পেতে পারে। যার ফলে এখন বেসরকারি ক্ষেত্রে তো বটেই, সরকারি ক্ষেত্রেও স্থায়ী চাকরি, সুনির্দিষ্ট স্কেলে বেতন, সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ ইত্যাদি প্রায় বিলোপের পথে। অর্থনীতির গবেষকরা দেখিয়েছেন, ১৯৫০-এ ভারতের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপির প্রায় ০.৭৫ শতাংশ মজুরি বা বেতন বাবদ খরচ হত, ২০১৯-এ তা দাঁড়িয়ে ০.৫ শতাংশে (ফ্রেড ইকনমিক ডাটা, সেন্ট লুইস, সোর্স ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া)। ভারতের জিডিপি-র আয়তন বেড়েছে বিরাট। শ্রমিকের সংখ্যাও ১৯৫০-এর তুলনায় অনেক বেড়েছে। অথচ তাদের মোট প্রাপ্য কমেছে। শতাংশের হিসাবে পুরোটা বোঝা যাবে না, মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব হিসাবে নিলে টাকার অঙ্কে সাধারণ শ্রমিকের প্রকৃত আয় কমেছে চূড়ান্তভাবে। এ দেশের একাধিক গবেষণাও দেখিয়েছে ১৯৯০-এ অর্থনীতির উদারিকরণের পর থেকে ক্রমাগত উৎপাদিত মূল্যের নিরিখে শ্রমিকের ভাগ কমেছে।

কর্পোরেট পুঁজি মালিক ও তাদের প্রতিনিধি আমলারা দোষ চাপাচ্ছেন শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার ওপর। তাঁদের কথায়, ভারতের শ্রমিকের উৎপাদশীলতা চিনের শ্রমিকের থেকে কম। সে জন্যই তাদের প্রাপ্য কম। কিন্তু তাঁরা যদি দয়া করে বলে দিতেন, উৎপাদশীলতা কম, অথচ এই শ্রমিক বাহিনীর শ্রম নিংড়ে তাঁদের মুনাফাটি ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ হতে পারল কী করে? কর্পোরেট কোম্পানির সিইও থেকে এমডি অর্থাৎ মালিকদের বেতনের নামে প্রাপ্য অংশ বেড়ে যাচ্ছে কোন যাদুতে? কোন যাদুতে দেশের শীর্ষ ১ শতাংশ ধনকুবের জাতীয় আয়ের ২২ শতাংশ দখল করে? কার শক্তিতে মোট সম্পদের ৪০ শতাংশ যায় ধনকুবেরদের কবলেই? সে এমন যাদু, যার ফলে হাড়ভাঙা খেটেও জনগণের ৫০ শতাংশ সব মিলিয়ে আয় করতে পারে জাতীয় আয়ের মাত্র ১৩ শতাংশ! তাদের ভাগে পড়ে থাকে মোট সম্পদের মাত্র ৬.৪ শতাংশ (ফ্রন্টলাইন, ২৩.০৩.২৪)। এই তথাকথিত 'কম উৎপাদনশীল' শ্রমিকরাই তো এই অসাম্যের বোঝা বহন করে ধনকুবেরদের ধনের পাহাড় গড়েছেন! তাঁরাই তো নরেন্দ্র মোদি সাহেবের কথিত ভারতের আর্থিক বৃদ্ধিকে বিশ্বের পঞ্চম স্থানে নিয়ে গেছেন! এর পরেও শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বাড়াবার লক্ষ্যে সপ্তাহে ৭০ ঘন্টা কাজ, শ্রমকোডের মাধ্যমে শ্রমিকের সব অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের মুখ বুজে খেটে চলা ভারবাহী পশুর স্তরে নামিয়ে আনার অনেক চেষ্টা চলছে।

আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট এতটাই যে, ধনকুবের মালিকরা তাদের সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য কোথাও সামান্য এতটুকু ছাড় দিতে রাজি নয়। আগে অন্তত শ্রমিক যাতে পরের দিন কাজে আসতে পারে তার জন্য তাকে বাঁচিয়ে রাখার মতো মজুরি দেওয়ার দায় মালিকদের ছিল। কিন্তু এখন অদক্ষ শ্রমিকের কথা ছেড়ে দিলেও দক্ষ এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রিধারী শ্রমিকই এত উদ্বৃত্ত যে, শ্রমের বাজারে অতি সস্তায় শ্রমিক পেতে অসুবিধা নেই। পুঁজিবাদী পণ্ডিতরা দেখাতে চাইছেন, শ্রমের উৎপাদশীলতা কম, তাই তাদের মজুরি কম হচ্ছে! অথচ ১৮৪৭-৪৮ সালেই শ্রমিক শ্রেণির মুক্তিপথের দিশারি মহান কার্ল মার্ক্স একেবারে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, "উৎপাদনশীল পুঁজি যতই বেড়ে যায়, শ্রম বিভাগ এবং যন্ত্রপাতির প্রচলনেরও ততই প্রসার ঘটে। শ্রম বিভাগ এবং যন্ত্রপাতির প্রচলন যতই বেড়ে চলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ততই বাড়ে, মজুরিও ততই কমে যায়।" (কার্ল মার্ক্স, মজুরি-শ্রম ও পুঁজি) ওই রচনাতেই মার্ক্স দেখিয়েছেন, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়লে, বা যন্ত্রপাতির উন্নতি হলে একই পরিমাণ শ্রমের সাহায্যে পুঁজিপতিরা বেশি বিনিময়-মূল্য অর্জন করে। এ ক্ষেত্রে নিট মুনাফা যত বাড়ে, তার অনুপাতে মজুরি কমে যায়। তিনি দেখিয়েছেন 'মুনাফা বেড়ে যাওয়ার ফলেই মজুরিটা কমে গেল' (ওই)। এখানে উৎপাদনশীল পুঁজি বলতে যন্ত্রপাতির উন্নতি, শ্রমিকের দক্ষতা, তার উৎপাদনশীলতা ইত্যাদির বৃদ্ধির কথাই বলা হয়েছে। তাহলে 'কম উৎপাদনশীল' তাই শ্রমিকের মজুরি কম হচ্ছে, এই তত্ত্ব খাটছে

আটের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য ও জেলার সকল কর্মীদের অভিভাবকসম কমরেড ভবেশ দাস ১৪ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। সকলের প্রিয় 'ভবেশদা' রেখে গেলেন সন্তানতুল্য বহু পার্টিকর্মীকে। মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্র জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী-সমর্থকরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছুটে আসেন। জেলা অফিসে শায়িত মরদেহে মাল্যদান করা হয় দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কমরেড গোপাল কুণ্ডু, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শিশির সরকারের পক্ষে। শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য, জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত ঘোষ। মাল্যদান করেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জীবেশ সরকার, সিপিআইএমএল (লিবারেশন)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড অভিজিৎ মজুমদার। জেলা ও লোকালের পার্টি ও ফ্রন্ট নেতৃত্ব মরদেহে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

কমরেড ভবেশ দাস ১৯৭০-এর দশকে পার্টির পূর্বতন জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন মল্লিকের মাধ্যমে দলের সঙ্গে যুক্ত হন। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী হওয়ায় প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না। কিন্তু সব প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাকে পাথেয় করে সাংগঠনিক কাজে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। অফিস ছুটির পর বিভিন্ন চা-বাগানে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তিনি যোগাযোগ করতে থাকেন। উত্তরোত্তর তিনি সাংগঠনিক দায়িত্ব নিতে থাকেন। তাঁর সরল, অনাড়ম্বর ও স্নেহশীল চরিত্রের জন্য তিনি পার্টির ভেতরে বাইরে সকলের কাছেই শ্রদ্ধা-ভালবাসা অর্জন করেছেন। যতদিন জ্ঞান ছিল সকল কর্মী শরীরস্বাস্থ্য নিয়ে খোঁজ নিতেন ও সমাধানের চেষ্টা করতেন। পার্টিই ছিল তাঁর পরিবার। দুরারোগ্য ক্যান্সারকে জয় করে তিনি পার্টি প্রদত্ত সব দায়িত্ব পালন করেন, যা খুবই শিক্ষণীয়। জুনিয়রদের নেতৃত্বে কাজেও তাঁর দ্বিধা ছিল না।

তিনি সাংগঠনিকভাবে পার্টির জেলা কমিটির সদস্য ছাড়াও শ্রমিক সংগঠনের জেলা সম্পাদক, পার্টির অফিস সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। পরিবারের সদস্যদের দলে যুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা তাঁর ছিল। শিলিগুড়ির প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত তাঁর বাড়ি সহ সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই তিনি পার্টিকে দিয়ে গেছেন। তাঁর উন্নত চরিত্র জেলার সমস্ত কর্মীর কাছে প্রেরণার উৎস ছিল। দলীয় কার্যালয় থেকে তাঁর মরদেহ নিয়ে শেষযাত্রায় সামিল হন দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত সহযোগে সুশৃঙ্খল শোকমিছিল বিদায় দেয় প্রিয় সাথী কমরেড ভবেশ দাসকে।

কমরেড ভবেশ দাস লাল সেলাম

চলমান অভয়া আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করুন

কায়েমি স্বার্থের বাধা ভেঙে 'অভয়া'র ন্যায়বিচার ছিনিয়ে আনতে প্রয়োজন সর্বব্যাপক আন্দোলন। চলমান সেই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও গতিময় করতে এক বিবৃতিতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম। বিবৃতিটি প্রকাশ করা হল।

পশ্চিমবঙ্গের সাথে সারা দেশের মানুষ হতবাক এবং কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছেন। কারণ, আর জি কর মেডিকেল কলেজের তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত দু'জন অত্যন্ত কুখ্যাত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি, ওই কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে সিবিআই ৯০ দিনের মধ্যেও চার্জশিট দিতে না পারায় তাঁরা জামিন পেয়ে গেলেন।

গত ৯ আগস্ট গভীর রাতে আর জি কর মেডিকেল কলেজের তরুণী চিকিৎসক কর্তব্যরত অবস্থায় নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের শিকার হন। তার পর থেকে ন্যায়বিচার চেয়ে জুনিয়র ডাক্তার, সিনিয়র ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সহ লক্ষ লক্ষ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। বিক্ষোভের আঁচ দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। অভয়ার মর্মান্তিক মৃত্যু সমাজের সুপ্ত বিবেককে জাগিয়ে দিয়ে গেছে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বুকে এই ধরনের গণজাগরণ মানুষ স্বাধীন ভারতবর্ষে কখনও দেখেনি। তারপরেও সিবিআই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নির্ধারিত সময়ে চার্জশিট না দিয়ে সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলকে জামিনে মুক্তি পেতে সাহায্য করল।

ঘটনার দিন ভোরবেলাতেই ডাঃ সন্দীপ ঘোষ, অভিজিৎ মণ্ডল সহ তাদের শাগরেদরা ক্রাইম সিনে পৌঁছে যায়। জায়গা ঘিরে ফেলে বিশাল পুলিশ বাহিনী, সাথে শাসক দলের ক্রিমিনাল বাহিনীও। ফলে ৯ আগস্ট সকালে জুনিয়র ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পরেই তাঁরা যখন বিক্ষোভে ফেটে পড়েন, তাঁদের কিন্তু ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। প্রশাসন প্রথমে আত্মহত্যা বলে বিষয়টি চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। অভয়া মৃত জেনেও অধ্যক্ষ থানায় মেল করে জানান, একটি অচৈতন্য দেহ পাওয়া গেছে। খুনের ঘটনা জেনেও ১৪ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ রাত প্রায় পৌনে বারোটা নাগাদ এফআইআর করা হয়। সরকারি নিয়ম আছে, কোনও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিগ্রহ, ভাঙচুর বা হত্যার ঘটনা ঘটলে কর্তৃপক্ষকেই এফআইআর করতে হবে। তা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে পরিবারের অভিযোগের অপেক্ষায় থাকা হল। স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে কর্তৃপক্ষ এগিয়ে এল না। রাতে আবার এফআইআরের বয়ান বদলও করা হল। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের চাপে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত করতে বাধ্য হলেও তার উপরে ডাঃ সন্দীপ ঘোষেরা প্রভাব বিস্তার করে। এবং মা-বাবাকে মৃতদেহ দেখতে পর্যন্ত না দিয়ে দেহ তড়িঘড়ি পুড়িয়ে ফেলা হয়।

কলকাতা পুলিশ তদন্তে নেমে সঞ্জয় রায় নামক একজন পুলিশের সিভিক ভলেন্টিয়ার, যে সন্দীপ ঘোষের একজন ছায়াসঙ্গী এবং হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রের একজন বড় মাপের দালাল, তাকে এই ভয়ঙ্করতম ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় একমাত্র দায়ী বলে গ্রেফতার করল। ১৪ আগস্ট গভীর রাতে কিছু দুষ্কৃতী ক্রাইম সিনে জোরপূর্বক ঢুকে পড়ে যথেচ্ছভাবে ক্রাইম সিন ধ্বংস করে। অদূরেই বিশাল পুলিশ বাহিনী নীরব দর্শক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে।

কোর্টের নির্দেশে তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে যায়। সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলার দায়িত্ব নেয়। প্রথম থেকেই সিবিআই বলে আসছিল তদন্ত সঠিক পথেই এগোচ্ছে। প্রথম চার্জশিটে এই ঘটনার বহু ভয়ঙ্কর দিক উঠে আসে। সিবিআই স্বীকার করে তাদের হাতে প্রচুর তথ্য উঠে এসেছে, যা তারা পেশ করতে চলেছে। উঠে এসেছে সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলের মধ্যে বারংবার যে ফোনালাপ হয়েছিল, উপর মহলের বিভিন্ন নির্দেশ ইত্যাদি তথ্য, হাসপাতাল এবং থানার ওই সময়ের সিসিটিভি ফুটেজের একটা বড় অংশ মুছে ফেলার তথ্য। ঘটনাস্থল থেকে যথাযথ ভাবে নমুনা সংগ্রহে এবং ভিডিওগ্রাফিতে যথেষ্ট ত্রুটি ছিল। নমুনা সঠিক সময়ে ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হয়নি ইত্যাদি তথ্য সিবিআইয়ের হাতে চলে এসেছে বলে তারা স্বীকার করেছে।

বিভিন্ন ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়ায় সিবিআইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যেহেতু বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন রয়েছে, সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা তাই বারংবার কলকাতার সিবিআইয়ের আঞ্চলিক দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়েছি এবং ঘটনার ভয়াবহতা এবং গুরুত্ব বুঝে দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছি। আমাদের প্রতিবারই আশ্বস্ত করা হয়েছে— 'আমাদের ঘরেও তো মেয়ে আছে, সুতরাং আপনাদের চিন্তার কোনও কারণ নাই। সঠিক সময়ে আমরা সমস্ত তথ্য কোর্টে দাখিল করব।'

সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করার সময় সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে যে সব তথ্য-প্রমাণ পেশ করেছে, তা দেখে বিচারপতিদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে। বিচারপতি চমকে উঠে বলেছিলেন, অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। বলেছিলেন, সিবিআই তদন্ত করছে। নিশ্চয়ই সমস্তটা সামনে আসবে।

ঘটনাক্রমই প্রমাণ করে, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের যোগসাজশেই সিবিআই নির্ধারিত সময়ে চার্জশিট পেশ করল না— কলকাতা পুলিশ বাহিনী সরকারি দলের দাসে পরিণত হয়েছে। শাসক দলের অঙ্গুলি হেলন ছাড়া সে এক পা-ও চলে না। বিভিন্ন ঘটনাতেই তা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। অভয়া কাণ্ডের প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা এবং প্রমাণ লোপাটে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে তা জনসমক্ষে আরও প্রকটভাবে ফুটে উঠল।

সিবিআইকে মানুষের সামনে নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে তুলে ধরার যতই চেষ্টা হোক, অতীতে বহু সময়েই যথাযথ তদন্ত তারা করেনি। যা দেখে এমনকি বিচারপতিরা পযন্ত বিরক্তির সুরে বলেছেন 'খাঁচার তোতা'। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে তদন্ত নয়, শাসকগোষ্ঠী উপর থেকে যেভাবে নির্দেশ দেয়, ওরা সেভাবেই তদন্ত করে।

সে প্রমাণ আমরা প্রত্যক্ষভাবে পেলাম যখন দেখলাম চার্জশিটের অভাবে অভয়াকাণ্ডে জড়িত দু'জন কুখ্যাত অপরাধী ছাড়া পেয়ে গেল। এই সিবিআই একদিন এদের বিরুদ্ধে প্রচুর তথ্য প্রমাণ পেয়ে এদের গ্রেফতার করেছিল। এরা জামিন পাওয়ার সাথে সাথেই আমরা কলকাতায় সিবিআই দপ্তরে বিক্ষোভ দেখাই এবং ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের সাথে দেখা করে জানতে চাই তারা ৯০ দিনের মধ্যেও কেন চার্জশিট দিতে পারল না। আমরা উদ্বেগের সাথে তাদের জানাই, প্রভাবশালী এই অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে তো সমগ্র মামলাটির উপর প্রভাব খাটাবে। সেই সুযোগ আপনারা করে দিলেন! অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে তাঁরা বললেন, জামিন অযোগ্য ধারা মানে কি বিনা বিচারে সারাজীবন কেউ জেলে থাকবে নাকি, বিশেষত এদের মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিসাররা? চার্জশিট আমরা পেশ করব সময়মতো। এ নিয়ে তো তাড়াহুড়ো করা যায় না। অথচ এর আগে কমপক্ষে ছ'বার আমরা দেখা করেছি। প্রতিবারই তাঁরা বলেছেন, আমাদের হাতে প্রচুর

সাতের পাতায় দেখুন

আর জি কর ঃ ন্যায়বিচারের দাবিতে কনভেনশন

আর জি করের চিকিৎসক-ছাত্রীর নৃশংস খুন ও ধর্ষণের পর সাড়ে চার মাস কেটে গেলেও ন্যায়বিচার আজও মেলেনি। সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন 'অভয়া'র যন্ত্রণা বুকে নিয়ে পথে নেমেছেন, দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। অভয়ার ন্যায়বিচার, অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং দুর্নীতি ও থ্রেট-কালচার মুক্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ নতুন করে জোট বাঁধছেন, গণকনভেনশন ও মতবিনিময় সভার মাধ্যমে পরবর্তী কর্মসূচি স্থির করছেন।

বীরভূম ঃ ৮ ডিসেম্বর বীরভূমের সিউড়িতে সাহিত্য পরিষদ হলে এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিউড়ি কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট, শিক্ষক, শিল্পী সহ বিভিন্ন স্তরের শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মূল আলোচক ছিলেন আর জি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তনী ডাঃ সামস মুসাফির।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ ১৫ ডিসেম্বর তমলুকে ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশন শতবর্ষ ভবনে অনুষ্ঠিত নাগরিক কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টের পক্ষে ডাঃ অনিন্দ্য মণ্ডল, অভয়ার প্রতীকী মূর্তির স্রষ্টা ভাস্কর অসিত সাঁই, ডাক্তার ললিত কুমার খাঁড়া, অধ্যাপক মধুসূদন জানা, আইনজীবী ময়ূখময় অধিকারী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শিপ্রা চক্রবর্তী। সভা পরিচালনা করেন শিক্ষক সুমিত রাউত, শিক্ষিকা চন্দনা বেরা।

মালদা ঃ ১৭ ডিসেম্বর মালদা শহরের জেলা পরিষদ হলে নারীনিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন আর জি কর আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও মাদাম কুরি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের মেডিকেল অফিসার ডাঃ শাহরিয়ার আলম। এ ছাড়াও বিশিষ্ট কবি রীতা দাশগুপ্ত, শিক্ষক ও শিক্ষা আন্দোলনের নেতা মানস দত্ত, মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডাঃ অভিনন্দা বিশ্বাস সহ বিভিন্ন পেশার শতাধিক নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতা ঃ ২০ ডিসেম্বর শিয়ালদহের মিত্র স্কুলে 'আলোর পথযাত্রী' সংস্থার উদ্যোগে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলনকারী চিকিৎসক তুহিন বর্মন সহ এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকরা বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন আন্দোলনের সাথে যুক্ত কিছু স্থানীয় মানুষ। সংস্থার অন্যতম আহ্বায়ক সবিতা সরকার সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। প্রতিটি কনভেনশনেই অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিকে আরও জোরালো ভাবে তুলে ধরা এবং নারীনিগ্রহ মুক্ত সমাজের লক্ষ্যে আন্দোলনকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার নিয়ে নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়।

সিউড়ি

তমলুক

শিয়ালদহ

রানাঘাট

২১ জানুয়ারি মহামিছিল

একের পাতার পর

প্রশাসনের উপর আস্থা হারানো মানুষের মনে হয়েছিল হয়তো নিহত ছাত্রী ন্যায়বিচার পাবে। কিন্তু সিবিআইয়ের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকা মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। তিনি জামিন পাওয়ার ঘটনাকে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সরকারের চরম অবজ্ঞা এবং বিচারের নামে এক নিষ্ঠুর প্রহসন বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন, এটা আজ জলের মতো পরিষ্কার যে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যোগসাজশের ফলেই সিবিআই চার্জশিট জমা না দিয়ে এই দুই অভিযুক্তকে জামিন পেতে সাহায্য করল— যা ন্যায়বিচারের প্রতি জঘন্য উপহাস ছাড়া কিছু নয়। আসলে, পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন যেভাবে সমগ্র দেশে প্রভাব বিস্তার করেছে, তার ফলে বিজেপি শাসিত অন্যান্য রাজ্য— যেখানে প্রতিদিন নারী-নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে, তার বিরুদ্ধেও গণআন্দোলন তীব্রভাবে গড়ে উঠবে। এই আশঙ্কা বিজেপি নেতাদের আতঙ্কিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গেও প্রথম দিকে বিজেপি কিছু বিরোধিতা করলেও পরে তারা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল।

দলের রাজ্য অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য সম্পাদক সহ নেতৃবৃন্দ

অন্য দিকে রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই ধর্ষণ-খুনের এই ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ, সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে প্রভাবশালীদের ফোনে কথাবার্তার নথি মুছে ফেলা হয় এবং এর সবটাই হয় রাজ্য প্রশাসনের মদতে। তারা আড়াল করতে চেয়েছে হাসপাতালের বিরাট দুর্নীতি-চক্রকে, যার পরিণতিতেই এই হত্যাকাণ্ড। তড়িঘড়ি এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে সমস্ত রহস্যের সমাধান বলে তুলে ধরা হল। তাই রাজ্য সরকার এবং বিশেষত তৃণমূল কংগ্রেস অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে মৌখিক কিছু বিবৃতি দেওয়া ছাড়া কিছুই করেনি।

পাশাপাশি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, একদিকে বিজেপি, অন্যদিকে সিপিএম এই আন্দোলনে গড়ে ওঠা সরকারবিরোধী জনমতকে নির্বাচনের স্বার্থে কাজে লাগাতে তৎপর হয়। তিনি বলেন, জামিনে মুক্ত হলেও এই দুই অভিযুক্ত ব্যক্তি জনসাধারণের চোখে ঘৃণ্য অপরাধী হিসাবেই গণ্য হবেন। আন্দোলনের চাপেই সিবিআই এদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছিল। রাজ্য সরকারকেও কিছু দাবি মানতে বাধ্য করেছিল এই আন্দোলন। কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, আমরা মনে করি, এই পরিস্থিতিতে গণআন্দোলনকে তীব্র করার দ্বারাই একমাত্র উভয় সরকার এবং সিবিআইকে বাধ্য করা সম্ভব ন্যায়বিচার দিতে। তিনি বলেন, এই দাবিতে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যেই দলের পক্ষ থেকে ২১ জানুয়ারি কলকাতায় মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে।

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবি ছাড়াও স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যবস্থায় চূড়ান্ত দুর্নীতি ও থ্রেট কালচারের সঙ্গে

● *২১ জানুয়ারি মহামিছিলের সমর্থনে চলছে দেওয়াল লিখন*

জড়িত সমস্ত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি যা শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের নীল নক্সা হিসাবে আনা হয়েছে তা বাতিল করা, কেন্দ্রীয় নীতির অনুসারী রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিল, শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কেন্দ্রীয় ৪টি শ্রমকোড, নয়া বিদ্যুৎনীতি ও স্মার্ট মিটার চালুর সিদ্ধান্ত বাতিল, কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম, সরকারি মূল্যে সার, বন্ধ চা-বাগানগুলি খোলা, চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ, বাড়তে থাকা নারী নির্যাতন রোধ, সমস্ত কর্মক্ষম মানুষের কাজের দাবি সহ জনজীবনের অন্য জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে এই মহামিছিল। এই সমস্ত সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য নানা ভাবে কেন্দ্রের শাসক দল যে ভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ষড়যন্ত্র করে চলেছে এবং রাজ্যের শাসক দলও যে হীন রাজনীতিতে থেকে মুক্ত নয়, এই মহামিছিল সেই রাজনীতিকে পরাস্ত করতেও।

তিনি বলেন, এই মহামিছিলকে সফল করার জন্য রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রচার চলছে। বাজার, স্টেশন, বাসস্ট্যান্ডগুলিতে প্রচার, মিছিল, স্কোয়াড, পথসভা, ট্রেনে-বাসে প্রচার চলছে। সর্বত্র সাধারণ মানুষ গভীর আগ্রহে বক্তব্য শুনছেন এবং আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছেন। তিনি সব স্তরের মানুষকে ২১ জানুয়ারির মহামিছিলে যোগ দিয়ে অভয়ার জন্য ন্যায়বিচার ও অন্য দাবিগুলি মানতে সরকারকে বাধ্য করার আবেদন করেন।

কর্মক্ষেত্রে হয়রানির শিকার ৭০ শতাংশ কর্মচারী

চার বছর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করে প্রশান্ত ভাল চাকরির হাতছানিতে মুম্বই চলে যায়। মাস ঘুরলে মোটা বেতন, থাকার জন্য আকাশচুম্বী ফ্ল্যাটের ১২ তলায় ঘর, খাওয়া-দাওয়াও যথেষ্ট ভাল। এমনকি এক-দু'বছর পর বরাত যদি খোলে, তা হলে প্রমোশন হবেই। এক কথায় রাজি হয়ে কাজে ঢোকে সে। কয়েক মাস পরেই মালিকের দুর্ব্যবহার, কাজের অত্যধিক চাপ, নানা অজুহাতে মাইনে কাটা, তারপর কোম্পানির লোকসানের গল্প ফেঁদে কাজ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়া— প্রশান্তের স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়ে। আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে সে মুখ দেখাবে কী করে। অবসাদে ভুগতে লাগল প্রশান্ত। আত্মহত্যা করে বসে এমন পরিস্থিতি।

পরে কলকাতায় ফিরে আবার নতুন কাজে যোগ দেয় সে। সেখানেও চলে কর্তৃপক্ষের নানা হয়রানি। সাথে চলে আগে কাজ চলে যাওয়ার জন্য কটূক্তি। একদিন কর্তৃপক্ষের সাথে রাগারাগি, পরিণতিতে কাজ থেকে ছাঁটাই। বাড়িতে অবসরপ্রাপ্ত বাবা, মা, স্ত্রী ও শিশুসন্তান। সংসার চলবে কী করে? উপায় খুঁজে না পেয়ে অবসাদ আরও বেড়ে যায়। অবশেষে মনোবিদের কাছে নিয়ে যেতে হয় তাঁকে। তিনি প্রশান্তকে নজরে রাখার জন্য পরিজনদের পরামর্শ দেন।

রজনীশ নামী তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিতে ঢুকেছিল অনেক স্বপ্ন নিয়ে। সেখানে দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে সে। কাজ করার সময় প্রয়োজনেও ফোন করার উপাই নেই, সহকর্মীদের মধ্যে কথা বলা বারণ, কাজের প্রতিটি মুহূর্তের উপর কর্তৃপক্ষের নজরদারি, বাথরুমে বা খেতে গেলে হিসাব কষে মাইনে ছাঁটাই। শ্রম আইন শব্দটাই এখানে অচল। অন্যায় জুলুম যতই হোক কিছু করবার নেই! কারণ একটাই, প্রতিবাদ করলে ছাঁটাই অনিবার্য। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় রজনীশ জানে, তাঁর মতো অসংখ্য বেকার যুবক দিবারাত্র কাজের জন্য হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। অগত্যা চাপের মুখে কাজ করতে বাধ্য হয়ে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয় সে।

চুপ করে থেকে অসহনীয় পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে সম্প্রতি মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছে ২৫ বছরের যুবক সৌরভ কুমার লাড্ডার জীবনে। মুম্বইয়ে ম্যাকেনসি কোম্পানিতে কর্মরত আইআইটি ও আইআইএম ডিগ্রিপ্রাপ্ত ওই যুবক চাকরি পাওয়ার কিছু দিনের মধ্যে 'কর্মক্ষেত্রে চাপের কারণে' আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছেন।

কর্মক্ষেত্রে অসহনীয় পরিবেশের কারণে মাত্র ২৬ বছর বয়সে পুনের একটি বহুজাতিক সংস্থার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অনিতা সেবাস্টিয়ান পেরিলের মৃত্যু হয় সম্প্রতি। কর্মক্ষেত্রের চাপে অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার, খাবার ও জল খাওয়ার সুযোগ ঠিকমতো না পাওয়ার ফলে শারীরিক ও মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়া, অসুস্থ অবস্থাতেও কাজ করতে বাধ্য হওয়ায় চাকরিতে ঢোকার ৪ মাসের মধ্যেই স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা যান পেরিল। এঁরা কেউ মাটিকাটার দিনমজুর নন, সকলেই 'হোয়াইট কলার' এমপ্লয়ি। এঁদের বেশিরভাগই ভাল মাইনের কর্মী। কেউ কেউ স্যুটেড-বুটেড হয়ে ল্যাপটপ হাতে অফিসে যান, এসি রুমে বসে কাজ করেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যেন নিশ্চিন্ত জীবন। কিন্তু তাঁরা রয়েছেন প্রতি মুহূর্তের সংকটে। প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটে এই কর্মীদের। দিনে ১২-১৩ ঘণ্টা কাজ, ছুটির দিনেও কাজের চাপ, ব্যক্তিগত পরিসরে (সময়ে) অফিসের কাজের চাপ, খাওয়া বা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আলাদা কোনও সময় না দেওয়া, সুস্থ পরিবেশের অভাব, কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার ইত্যাদিতে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত থাকেন কর্মচারীরা।

ভয়াবহ নজির হল, কর্মক্ষেত্রে অসহনীয় পরিস্থিতির কারণে প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৭.৫ লক্ষ মানুষ মারা যান। তাঁদের মধ্যে ৭০ শতাংশ মানুষ 'হোয়াইট কলার' কর্মজীবী— ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিক্ষক বা অফিস-কর্মী। ভারতের ৫৫ শতাংশ মানুষ কর্মক্ষেত্রে 'বুলিং'-এর শিকার হন অর্থাৎ অপদস্থ বা অপমানিত হন— জানা গেছে ইউনিসনের সমীক্ষায়। বিশ্বে ২৩ শতাংশ চাকরিরত মানুষ কর্মক্ষেত্রে অপদস্থ বা অপমানিত হন। ভারতে এই হার বিশ্বের গড়ের দু'গুণেরও বেশি। কাজের সময়ের সাপ্তাহিক হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারত, যা প্রায় সপ্তাহে ৪৬.৭ ঘণ্টা। ২০২৪-এর কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের তথ্য বলছে, বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজের চাপে ভারাক্রান্ত মানুষের ভিড় ভারতে। 'গ্যালপ'-২০২৪ এর রিপোর্টে দেখা গেছে, প্রায় ৯০ শতাংশ ভারতীয় কর্মী কর্মক্ষেত্রে নানা সমস্যায় ভুগছেন, তাদের মধ্যে ৪০ শতাংশ অবসাদের শিকার। ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের মতে, ৭০ শতাংশ মানুষ কর্মক্ষেত্রে অসুখী, ৫৪ শতাংশ কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন। আইএলও-র ২০২৩-এর রিপোর্ট বলছে, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারতে কাজের সাপ্তাহিক সময়সীমা সর্বোচ্চ। অথচ মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম। স্টার্ট-আপ ব্যবসার ক্ষেত্রে কাজের ঘণ্টা আরও বেশি, বেতনও অনেকটা কম। সব কর্মক্ষেত্রেই মহিলাদের হেনস্থা হতে হয় আরও বেশি।

সরকারি ক্ষেত্রে কাজের নিরাপত্তা, ইউনিয়ন করার অধিকার কিছুটা হলেও রয়েছে। বেসরকারি নানা ক্ষেত্রে ভাল মাইনের হাতছানি দিয়ে কর্মী নিয়োগ করা হয়। শ্রম-আইনের তোয়াক্কা না করে ক্রীতদাসের মতো খাটানো হয় নানা কর্পোরেট সংস্থার কর্মীদের। এঁরা আধুনিক সমাজের 'দাস' হিসাবে নিজেদের নিংড়ে দিয়ে মালিকের শোষণযন্ত্রকে সচল রাখতে বাধ্য হন। ভারতের ৯০ শতাংশ কর্মজীবী কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রগুলিতে মালিকরা বেপরোয়া শোষণ চালায় কর্মীদের উপর। বর্তমানে কর্মী নিয়োগের যে আইন রয়েছে, তা-ও না মেনে চুক্তির ভিত্তিতে, স্বল্প বেতনে কর্মী নিয়োগ করে কর্তৃপক্ষ। সংস্থার দেওয়া 'টার্গেট' পূরণ করতে শেষ রক্তবিন্দুটুকু দেওয়ার পরেও কর্মীদের সর্বক্ষণই দুশ্চিন্তায় থাকতে হয় এই বোধহয় ছাঁটাইয়ের খড়্গ

সাতের পাতায় দেখুন

গণকনভেনশন

একের পাতার পর

গণকনভেনশনের আয়োজন। তাঁরা বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার আন্দোলনের গণচরিত্র দেখে ভীত। তাই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই সিবিআইকে চার্জশিট দিতে তারা বাধা দিয়েছে। সম্প্রতি সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরির যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, হাসপাতালের সেমিনার রুম খুন-ধর্ষণের ঘটনাস্থল হতে পারে না। তেমন কোনও চিহ্ন সেখানে নেই। বলা হয়েছে, যে জায়গা দিয়ে সেমিনার রুমে যেতে হয় তাতে বাইরে থেকে কারও পক্ষে সবার চোখ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা বলেন, এই বাংলা যদি রবীন্দ্রনাথের বাংলা, শরৎচন্দ্র, নেতাজি, নজরুলের বাংলা হয়, যদি ক্ষুদিরামের বাংলা হয়, তবে অভয়ার জন্য ন্যায়বিচার ছিনিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব তাঁদের উত্তরসূরি হিসাবে আমরা চিকিৎসকরা এবং আপনারা সাধারণ মানুষ যাঁরা আন্দোলনের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের সকলেরই। বক্তারা বলেন, আন্দোলনের জয় ছিনিয়ে আনতে আন্দোলনকে তীব্ররূপ দিতে হবে, প্রতিটি এলাকায় ছড়িয়ে দিতে হবে এবং সর্বত্র জনগণের নিজের সংঘশক্তি গড়ে তুলতে হবে। উল্লেখ্য, কনভেনশনের মঞ্চ তৈরি করতে পুলিশ বাধা দিলে সেই বাধা অতিক্রম করেই মঞ্চ তৈরি হয় এবং বিপুল জনসমাগমে কনভেনশন সফল হয়।

শ্যামবাজারে গণকনভেনশনের মঞ্চে উপস্থিত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও নাগরিক নেতৃবৃন্দ। ২৩ ডিসেম্বর

সিবিআই-কে ধিক্কার এআইডিওয়াইও-র

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিবিআই চার্জশিট না দেওয়ায় জামিন মিলল আর জি কর কাণ্ডের দুই মূল অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলের। প্রতিবাদে সিবিআই-কে ধিক্কার জানিয়ে ১৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটে ধিক্কার মিছিল এবং প্রতিবাদ সভা করে যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল এবং রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী। তাঁরা বলেন, পরিস্থিতি দেখে মনে হয়, অভয়াকাণ্ডে দোষীরা শাস্তি পাক কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারই চায় না। ন্যায়বিচারের দাবিতে জনগণকে এগিয়ে এসে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তাঁরা।

নির্ভয়া দিবসে অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবি

'নির্ভয়া দিবসে অঙ্গীকার/অভয়ার ন্যায়বিচার'— এই দাবিকে সামনে রেখে দিল্লিতে নির্ভয়ার ঘটনার ১২ বছরে ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার রাসবিহারী মোড়ে 'সৃজনী' সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে মহিলাদের প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিবাদী নাটক, সঙ্গীত, আবৃত্তির কোলাজ, নৃত্য পরিবেশিত হয়।

বক্তব্য রাখেন অভয়ার বিচারের দাবিতে প্রথম দিন থেকে আন্দোলনরত বিশিষ্ট নার্স সাগরিকা সর্দার। তিনি অভয়ার বিচারের দাবিকে সামনে রেখে এলাকায় এলাকায় গণকমিটি তৈরির আহ্বান জানান।

গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে

ইজরায়েল জুড়ে বিক্ষোভ

কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইজরায়েলের আহ্বানে ১৪ এবং ১৫ ডিসেম্বর সে দেশের শহরে শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে গণবিক্ষোভ। গাজায় ইজরায়েলি সামরিক আগ্রাসন বন্ধ এবং যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির দাবিতে এই বিক্ষোভে হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। বিক্ষোভ হয়েছে জেরুজালেম, হাইফা, বিরসেবা সহ অন্যান্য শহরে এবং দেশের সর্বত্র মোড়ে মোড়ে।

আরব এবং ইহুদি ধর্মাবলম্বী জনগণ সম্মিলিতভাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। রাজধানী তেল আভিভের ইজরায়েলি সামরিক হেডকোয়ার্টারের বাইরে পাঁচ হাজার মানুষের জমায়েত হয়েছিল। সেখান থেকে দাবি ওঠে— অবিলম্বে গাজা ও অন্যত্র ইজরায়েলি আগ্রাসন বন্ধকরতে হবে, যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এরও আগে বেগিন কাফিয়ান জংশনে মানুষ জড়ো হয়ে সরকারবিরোধী আওয়াজ তোলে। যুদ্ধে পাঠানো সেনাদের মায়েরা সেখানে জড়ো হয়ে বলেছেন, এখনই যুদ্ধ বন্ধ করে আমাদের সন্তানদের ফিরিয়ে আনা হোক। আমাদের কাছে খবর আছে যে, নেতানিয়াহু সরকার আদৌ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার পক্ষপাতী নয়, তারা যুদ্ধ এবং হত্যা চালিয়ে যেতে চায়। এক মা সেখানে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আমার সন্তানকে যদি ফিরিয়ে আনা না হয় এবং যুদ্ধ বন্ধ করা না হয় তা হলে আমি ছেড়ে কথা বলব না। আমি হব নেতানিয়াহুর সব থেকে বড় শত্রু। আপনি মুখে বলেন, সকল বন্দি ইজরায়েলিকে আপনি দেশে ফিরিয়ে আনবেন, কিন্তু আসলে মুষ্টিমেয়র জন্য আপনি আগ্রহী। আমি হুমকি দিচ্ছি না, শুধু জানাতে চাই আপনি ক্ষমা পাবেন না।

জেরুজালেমের বিক্ষোভ থেকে অবসরপ্রাপ্ত ও প্রতিবাদী ব্রিগেডিয়ার আমির হাসকেল ও অন্য এক নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে পুরেছে। প্রতিবাদীরা গাজার গণহত্যায় শরিক না হওয়ার জন্য সেনাদের প্রতি আবেদন জানান। উত্তর ইজরায়েলের কারকুর জংশন অবরোধ করেন প্রায় হাজারের উপর মানুষ।

রবিবার (১৫ ডিসেম্বর) সকালে তেল আভিভের হাবিনা স্কোয়ারে শতাধিক মহিলা

কালো পোশাক পরে প্রতিবাদ জানান। তাঁদের দাবি, গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের অনাহারে ঠেলে দেওয়া চলবে না। সংগঠকরা বলেন, ইজরায়েল সরকার খাদ্য ও পানীয় জলকে যুদ্ধাস্ত্ররূপে কাজে লাগাচ্ছে। গাজার জনগোষ্ঠীকে অনাহারে ঠেলে দিচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করছে। অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে এবং বন্দিদের ঘরে ফেরাতে হবে।

সূত্র ঃ https://maki.org.il/en/?p=3

বহরমপুরে রোকেয়া পাঠাগার ও পাঠচক্রের উদ্বোধন

মহীয়সী নারী রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের জন্ম-মৃত্যু দিবস ৯ ডিসেম্বর তাঁর স্মরণে ও আজকের অবক্ষয়িত সমাজের নৈতিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে রোকেয়া পাঠাগার ও পাঠচক্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে রোকেয়া ভবন সংলগ্ন এলাকায়।

আয়োজক ছিল রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি। উপস্থিত ছিলেন জেলার ছয় শতাধিক পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিতা অসহায় মহিলা সহ শতাধিক শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, আইনজীবী, নাট্যকার সহ বহু বিদ্বজ্জন। বক্তব্য রাখেন পথিকৃৎ পত্রিকার সম্পাদক স্বপন ঘোষাল, লেখক সৌরভ মুখার্জী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাজর্ষি চক্রবর্তী, অধ্যাপক খইবর আলি মিঞা, অধ্যাপক আবুল হাসনাত, চিকিৎসক আলি হাসান, প্রবীণ সংস্কৃতিকর্মী অমৃত গুপ্ত, লেখক আলিমুজ্জামান প্রমুখ।

পাঠাগার ও পাঠচক্রের দ্বারোদঘাটন করেন সমিতির কার্যকরী সভাপতি ডাঃ আলি হাসান।

'অভয়া' স্মরণে বহরমপুর গালর্স কলেজের ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন।

এ ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে স্মরণ অনুষ্ঠান হয়।

পাঠকের মতামত

অভয়াকাণ্ডের পিছনে দুর্নীতিচক্র

আজ জলের মতো পরিষ্কার যে, বেপরোয়া দুর্নীতিচক্রের হাতেই ঘটেছে অভয়াকাণ্ড। এই দুর্নীতির কোথায় শিকড়, কী ভাবে তা চলে, সেটাই মানুষ জানতে চায়। সকলেরই জানা, এই পরিস্থিতি ভারতের সমস্ত জায়গাতেই। তাই এর উন্মোচনে যারা ভয় পায়, তারা আসলে 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'। সত্য কতটা সামনে আসবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আমাদের লড়াইয়ে তীব্রতার উপর। কোনও অবস্থাতেই আন্দোলন থামতে দিলে হবে না এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষই যে শেষ কথা তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ইতিহাসের শিক্ষা— মানুষ অধিকার চাইলেই শাসক তা দেয় না। মানুষকে তা কেড়ে নিতে হয়। শাসকের হাতে আইন, পুলিশ, প্রশাসন। সেগুলো কাজে লাগিয়ে সে কণ্ঠরোধ করতে চায় প্রতিবাদী মানুষের। সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের বিচার সে দিতে চায় না। মানুষ এটা জেনেই লড়তে আসে। লড়াই যদি তীব্রতর হয় অনেক সময় কিছু দাবি আদায় করা যায়। লড়াই শাসকের মনে ভয় ধরায়। এটাই আসল জয়।

মানুষ লড়ে তার বিবেকের তাড়নায়। লড়ে সে নিজেকে ঠকাতে চায় না বলে। সে জানে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না গড়ে উঠলে অন্যায় বাড়তেই থাকে। এই লড়াইয়ের সব থেকে বড় প্রাপ্তি শিরদাঁড়াযুক্ত মানুষের সন্ধান পাওয়া, আর অভিজ্ঞতা পাওয়া— যা নতুন লড়াইয়ের শিক্ষা হয়ে কাজ করবে। যেদিন পুলিশ ব্যারিকেড তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল, সেদিনই লড়াই জয়যুক্ত হয়েছিল। স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল অবস্থা সামনে এল, রাজনৈতিক দলগুলির চরিত্র সামনে এল। যারা এখন সাধু সাজার চেষ্টা করছে, তাদেরও কুকর্ম মানুষের সামনে এল— এখানেই লড়াইয়ের সার্থকতা। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও উন্নত হবে কি না, অভয়ার বিচার মিলবে কি না, ডাক্তারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে কি না— এ সবই নির্ভর করছে আন্দোলনের তীব্রতার ওপর।

মনে রাখতে হবে, শাসকের বিরুদ্ধে, গোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ লড়াই কঠিন। একদিন মিছিলে হাঁটলেই ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে না। তাই, আন্দোলন করে কী হল— এটা না ভেবে দরকার লড়াইকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যাতে দাবি আদায় হয়। এই লড়াই আমাদের শেখায় পথে একবার নামতে পারলে বন্ধুর অভাব হয় না। একটা মোমের আলো থেকে জ্বলে ওঠা হাজার হাজার মোমবাতি রাতের অন্ধকার মুছে দেয়।

গৌতম দাস, মালদা

প্রসূতি মৃত্যু, দায় কার?

গত ১৪ ডিসেম্বর 'অক্সিটোসিন নাকি ডাক্তারের গাফিলতিতে প্রসূতি মৃত্যু ঃ বিতর্ক'— এই বিষয়টি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা, পরিবারকল্যাণ অধিকর্তারা চিকিৎসকদের দোষারোপ করছেন। আবার চিকিৎসকদের বক্তব্য "প্রসব সহজ করার জন্য যে ওষুধ অক্সিটোসিন ব্যবহৃত হয় তার মান একেবারেই সন্তোষজনক নয়। সেটি ব্যবহার করার পর বহু সুস্থ প্রসূতির অবস্থা খারাপ হচ্ছে, তাদের কিডনি আচমকা বিকল হয়ে যাচ্ছে, বার বার বলা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য দফতর কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকৃত একটি সংস্থার থেকেই অক্সিটোসিন কিনে যাচ্ছে।"

সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, চিকিৎসকরা বারবার বলার পরও কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দফতর ওই সংস্থা থেকে নেওয়া ওষুধের গুণমান পরীক্ষা করাচ্ছে না? কেন ওই সংস্থা থেকেই ওষুধ নেওয়া হচ্ছে এখনও? এখানেও কি বিরাট দুর্নীতিচক্র কাজ করছে, নাকি রাজ্য ও কেন্দ্রের আঁতাঁত আছে? ঠিক যেমন ভাবে আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসক-ছাত্রী অভয়ার মৃত্যু প্রসঙ্গে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সিবিআইকে নিয়োগ, সুপ্রিম কোর্টের সরাসরি প্রবেশ ন্যায়বিচার দিতে!

আমরা সাধারণ মানুষ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, অভয়ার মৃত্যু বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দোষীদের আড়াল করতে চেষ্টা করছে শুধু নয়, তাদের মাথার উপর ছাতাও ধরেছে।

আর কেন্দ্রীয় সরকার নীরবতা পালনের কর্মসূচি নিয়েছে, তাদের নিযুক্ত সিবিআই এবং সুপ্রিম কোর্টের এই দীর্ঘ সময়ে নিট রেজাল্ট শূন্য। ঠিক তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থার থেকে কেনা অক্সিটোসিনের ব্যাপারেও রাজ্য সরকার মৌন বরং উল্টে ডাক্তারদের দোষারোপ করতে ব্যস্ত। আর জি কর সহ অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে যে দুর্নীতিচক্র চলছে এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের ভূমিকাও ইতিমধ্যে মানুষের কাছে পরিষ্কার।

চলতি বছরে মেডিকেল এডুকেশনের প্রবেশিকা পরীক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাও দেশের জনগণের কাছে অজানা নয়। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে যদি এক সূত্রে বাঁধা যায় তা হলে এটা বোঝা যাবে যে স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা পরিষেবা উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকার সমমনস্ক এবং তাদের মধ্যে গভীর আঁতাঁত বর্তমান, যা জনস্বার্থের পরিপন্থী।

একটা গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের দায়িত্ব শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দুই ক্ষেত্রেই পরিষেবা দেওয়া। কিন্তু বর্তমানে এই দুই ক্ষেত্র সরকার বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দিতে ব্যস্ত। বেসরকারিকরণের এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৮০ সালে, যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সেই নীতি মেনে চলছে। সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল শিক্ষার একটু একটু করে বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ সরকার সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা হাসপাতাল ও তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বেসরকারি মালিকদের মুনাফা লুটতে সুযোগ দিচ্ছে। সরকার কোনও দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক।

মিঠু নাথ,
আনন্দপুর, কলকাতা-১০৭

✦ পূর্ব মেদিনীপুরে যুব সম্মেলন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অভয়ার ন্যায়বিচার, সমস্ত কর্মক্ষম বেকার যুবকের কর্মসংস্থান ও সমস্ত সরকারি শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে, অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা-সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে এবং কাঁথির জুনপুটে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র তৈরির প্রতিবাদে এআইডিওয়াইও-র পূর্ব মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার প্রথম যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৮ ডিসেম্বর হেঁড়িয়া হাইস্কুলে।

সম্মেলনকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সম্প্রীতিকে জোরদার করতে ছ'টি টিমের ভলিবল প্রতিযোগিতা হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট খেলোয়াড় অধ্যাপক সুনিপ কুমার মাইতি। এরপর নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হয়। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ভবানীশঙ্কর দাস। যে সমাজ পরিবেশ ধর্ষক-খুনিদের জন্ম দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে যুবসমাজকে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। প্রতিনিধি অধিবেশনে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পূর্ব মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অশোকতরু প্রধান, তমাল সামন্ত, এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী বক্তব্য রাখেন। অশোক মাইতিকে সভাপতি, নারায়ণ বেরাকে সম্পাদক করে ১৯ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্নেহলতা সাউ। শেষে যুবকদের দৃপ্ত মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে।

রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ ছাত্রদের

অভয়ার ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় দুই প্রধান অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলের জামিন মঞ্জুর, বিচারের নামে প্রহসন ও ক্ষমতাসীন শক্তিগুলির অশুভ আঁতাতের ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে ১৬ ডিসেম্বর এআইডিএসও-র ডাকে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ দেখান ছাত্রছাত্রীরা। *ছবি ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ।*

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা এসইউসিআই(সি) রায়দিঘি লোকাল কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড মলিনা শিকারি দীর্ঘ রোগভোগের পর ৯০ বছর বয়সে ১৯ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে দলের শুরুর যুগে সুন্দরবন এলাকা জুড়ে তেভাগা আন্দোলন চলাকালীন পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে নারীরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ লড়াই করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সমুজ্জ্বল ছিল প্রয়াত কমরেড মলিনা শিকারির ভূমিকা।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জেলা নেতৃবৃন্দ, পার্টি কর্মীসহ দলমতনির্বিশেষে গ্রামবাসীরা সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা জানান। দলের পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু ও ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড মাদার নস্করের পক্ষে মাল্যদান করা হয়।

কমরেড মলিনা শিকারির পরিবার ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। তাঁর স্বামী প্রয়াত কমরেড ধীরেন শিকারি ছিলেন এই এলাকার গণআন্দোলনের নেতা। মাছ বিক্রি করে তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদন হত, অথচ তাঁদের বাড়ি ছিল কুলতলী-মথুরাপুর-পাথরপ্রতিমার বিস্তীর্ণ এলাকার কমরেডদের কাছে অঘোষিত পার্টি অফিস। কমরেডদের আশ্রয় দেওয়া, খাওয়ানোর দায়িত্ব তাঁরা হাসিমুখে পালন করে গেছেন। কমরেড ধীরেন শিকারি ও মলিনা শিকারি দুজনেই প্রথাগত শিক্ষা লাভ করতে না পারলেও দলের পত্রপত্রিকা অপরকে দিয়ে পড়িয়ে নিজেদের রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করার কাজে সর্বদাই প্রয়াসী ছিলেন। গণদাবী সহ পার্টির পত্রপত্রিকা বিক্রি করা ছিল তাঁর কাজের নিত্য অংশ। কমরেড মলিনা শিকারি মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ, সততা, নিষ্ঠা, গরিব মানুষের প্রতি দরদবোধ, দলের প্রতি আনুগত্য— তাঁকে সকলের আপনজন করে তুলেছিল। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা হিসেবে নির্বাচিত হয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন।

দল গড়ে ওঠার প্রারম্ভিক সময়ের কঠিন দিনগুলিতে তাঁর ভূমিকা সকলকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল এক বলিষ্ঠ সংগ্রামী নারী চরিত্রকে।

কমরেড মলিনা শিকারি লাল সেলাম

অভয়া আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন

তিনের পাতার পর

তথ্য প্রমাণ এসে গেছে, নির্দিষ্ট সময়েই আমরা তা পেশ করব, আমাদের উপর ভরসা রাখুন। এই কি সেই ভরসা রাখার নমুনা!

অভয়ার ন্যায়বিচার আটকাতে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকার— আপাত বিবদমান এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এত আঁতাঁত কেন? আসলে অভয়া কাণ্ডের ন্যায়বিচারের সাথে বহু মৌলিক বিষয় জড়িত রয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অন্দরে যে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি লুকিয়ে রয়েছে, অভয়াকাণ্ড তার প্রকৃষ্টতম নমুনা। এই ঘটনার নৃশংসতা মানুষকে যেমন স্তম্ভিত করেছে, তেমনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের চাপে এই ঘটনার পেছনে যে স্বাস্থ্যজগতের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি, সিন্ডিকেট রাজ, থ্রেট কালচার রয়েছে, তা-ও সামনে এসেছে। এ সব যাতে অবাধে চলতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে হাসপাতালে হাসপাতালে মদ-গাঁজা-জুয়া-যৌনচক্রের মতো অসাধু ব্যবসা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে কুসুমমতি মেধাবী ছাত্রসমাজকে এবং এই ঘটনায় যে সব রাঘববোয়ালরা জড়িত রয়েছে, ন্যায়বিচার হলে তো তাদের স্বরূপ জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে।

একদিকে এইসব রাঘব-বোয়ালদেরকে আড়াল করার চেষ্টা। অন্য দিকে এই চারমাস ধরে যে দুর্বার এবং অপরাজেয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে, যে আন্দোলন মানুষের সুপ্ত বিবেকবোধকে জাগিয়ে তুলছে, সেই আন্দোলন যদি জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়, তা হলে তো দেশ জুড়ে চলতে থাকা খুন-ধর্ষণ-অন্যায়-দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ এই আর জি কর মডেলকে অনুসরণ করেই আন্দোলন গড়ে তুলবে। অপ্রতিরোধ্য গতিতে প্রতিবাদীদের বিজয়রথ চলতে থাকবে। তাই তো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণি আজ ভয়ে কাঁপছে। আর তাদের ম্যানেজার রাজনৈতিক দলগুলোকে দিয়ে এতবড় অপরাধকেও ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। সেই রাস্তাতেই কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের সিবিআই এবং রাজ্য তৃণমূল সরকারের পুলিশ একই রকম কাজ করে চলেছে। বাইরে থেকে এই সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে হাজারো বিরোধ দেখা গেলেও শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে এরা এক বিন্দুতেই বাঁধা রয়েছে।

সিবিআইয়ের ভূমিকা অভয়া আন্দোলনে বিজেপি এবং তৃণমূলের নগ্ন ভূমিকাকে উদঘাটিত করল। অন্যান্য ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের চরিত্রও উদঘাটিত হল। অভয়ার মা-বাবা বারংবার প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য চাইলেও তিনি একটি বিবৃতি পর্যন্ত দেননি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে এলে তাঁরা দেখা করতে চান, তিনি দেখা পর্যন্ত করেননি। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি প্রথম দিকে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। চেষ্টা করেছিল এই ঐতিহাসিক আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে যদি সরকারি চেয়ার দখল করা যায়। তাই তো স্লোগান তুলেছিল— 'দাবি এক দফা এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ'। আন্দোলনকারীরা এই হীন রাজনীতি গ্রহণ করেনি। তারপর থেকে রাজ্য বিজেপি নেতারা এটা নিয়ে আর কোনও বাক্য ব্যয় করেননি। ভোটের ময়দানে তারা তৃণমূলের বিরুদ্ধেহাজার হুঙ্কার ছাড়লেও এখানেই দুই শাসকের স্বার্থ এক। ফলে উভয়ে উভয়কে রক্ষার স্বার্থে নেমে পড়েছে।

তৃণমূলের সেকেন্ড ইনকম্যান্ড অভিষেক ব্যানার্জী এনকাউন্টারের হুঙ্কার ছাড়লেন। এর মধ্য দিয়ে সস্তা রাজনৈতিক চমক এবং যতটুকু তথ্য-প্রমাণ আছে, তা-ও লোপাটের চেষ্টা। মুখ্যমন্ত্রী আইন তৈরির পেছনে ছুটে শোরগোল তুলে দিলেন, যেন খুন-ধর্ষণের বিরুদ্ধে দেশে কোনও আইন নেই!

আর তথাকথিত বামপন্থী দল সিপিএম এই ঐতিহাসিক আন্দোলনে ঢুকে আন্দোলন ভাঙতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভোটসর্বস্ব এই দলটিও মৌলিক বিষয়টি বাদ দিয়ে রাজ্যের চেয়ার বদলের বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিল।

ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলো এবং সিবিআইয়ের ন্যক্কারজনক ভূমিকা সত্ত্বেও আন্দোলন একদিন জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছবেই। যে আন্দোলন দেশ জুড়ে মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়ে গেছে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মেরুদণ্ডকে কিছুটা হলেও সোজা করে দিয়ে গেছে, সে আন্দোলনকে বিপথগামী করার শক্তি কারও থাকতে পারে না। এই আন্দোলনে আওয়াজ উঠেছে— 'ক্ষুদিরামের এই বাংলায় ধর্ষকদের ঠাঁই নাই, প্রীতিলতার এই বাংলায় ধর্ষকদের ঠাঁই নাই।' এমন সব মহামানবদের নাম উচ্চারিত হয় যে আন্দোলনে, তা বিফলে যেতে পারে না। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি জয়নগর সহ বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা যেমন বেড়েছে, তেমনি আর জি কর আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠছে। এই ব্যবস্থার মধ্যেও শাসকশ্রেণি ন্যায়বিচার দিতে বাধ্য হচ্ছে। অভয়া আন্দোলনেও এক সময় আন্দোলনের চাপেই সিবিআই সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিত মণ্ডলের মতো কুখ্যাত প্রভাবশালীদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছিল। আজ দিকে দিকে আবার গণআন্দোলনের প্রকৃত হাতিয়ার গণকমিটিগুলি তৈরি হচ্ছে। রোজ রোজ আবারও বিক্ষোভ মিছিল মিটিং শুরু হয়েছে। বিচার যত পিছোচ্ছে আন্দোলনের শক্তি ততই বাড়ছে। মানুষ আবার হতাশা ভয় ভীতি কাটিয়ে আন্দোলনের ময়দানে এসে জড়ো হচ্ছে। এক স্বরে সবাই আবার আওয়াজ তুলছে 'তিলোত্তমার রক্তচোখ, আঁধার রাতের মশাল হোক'। আবারও আঁধার রাতে লক্ষ লক্ষ মশাল জ্বলে উঠছে অভয়ার ন্যায়বিচার ছিনিয়ে আনতে।

কর্মক্ষেত্রে হয়রানি

চারের পাতার পর

নেমে এল! বহু কোম্পানিতেই অসহনীয় পরিবেশে কাজ করিয়ে তারপর কাজের মান খারাপ বলে অপমান করে কর্মীদের ছাঁটাই করা হয়। ভারতে কর্পোরেট অভিধানে এর গালভরা নাম 'আগাছা অপসারণ করা'।

সম্প্রতি এনসিআরবি-র রিপোর্টে শিহরণ জাগানো তথ্যে কর্মক্ষেত্রে হয়রানির বিষময় পরিণাম প্রকাশ্যে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, ভারতে আত্মহত্যাকারী মানুষের ৪১ শতাংশরই বয়স ৩০-এর নিচে। এঁদের অনেকেই কর্মরত যুবক-যুবতী। জানা গেছে, কাজের অনিশ্চয়তাও আত্মহত্যার একটা বড় কারণ।

বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কর্মচারীদের দেখে একটা সংখ্যা হিসাবে, যারা উৎপাদন করতে পারে, উৎপাদন আরও বাড়াতে পারে। সেজন্য তাদের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন অনুযায়ী মাইনে দেয়। কিন্তু বহুজাতিক সংস্থার মালিকদের প্রধান উদ্দেশ্য, কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে আরও বেশি মুনাফা লোটা। কর্মীদের ভাল-মন্দ নিয়ে তাদের কোনও চিন্তা নেই। বাস্তবে পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থায় শ্রমিক-কর্মচারীরা জীবন্ত উৎপাদন-যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। মালিকদের একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা। আর এই মুনাফা হয় শ্রমিক-কর্মচারীদের শোষণ করে তাদের জীবনের বিনিময়েই। পুঁজিবাদ যত সংকটগ্রস্ত হচ্ছে, শোষণ তত নির্মম হচ্ছে। তাই একে মেনে নিয়ে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। কর্মক্ষেত্রে সংগঠিত হওয়া এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে এর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলছে তাতে নিজেদের যুক্ত করতে পারলেই এই পরিস্থিতিকে কিছুটা হলেও বদলানো এবং তার পরিণতিতে সামগ্রিক পরিস্থিতিকে বদলানো সম্ভব।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পুরুলিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র প্রাক্তন পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক কমরেড এম কে সিনহা (মিহির কুমার সিনহা) ১০ ডিসেম্বর কলকাতার গার্ডেনরিচ রেল হাসপাতালে কিডনির ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৮৪ বৎসর।

তাঁর মৃত্যুসংবাদে সারা জেলায় দলীয় কর্মী সহ তাঁর অসংখ্য অনুরাগীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মরদেহ কলকাতা থেকে রঘুনাথপুর দলীয় কার্যালয়ে আনা হলে পুরুলিয়া উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদকরা সহ অন্যান্য নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান, কমরেড সৌরভ মুখার্জী ও কমরেড সুব্রত গৌড়ীর পক্ষ থেকে এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ কমরেড এম কে সিনহার মরদেহে মাল্যদান করেন। মরদেহ তাঁর বাসস্থান আনাড়ায় নিয়ে যাওয়া হলে দলের অন্যান্য জেলা নেতা-কর্মী, তাঁর পরিবারবর্গ ও বহু মানুষ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। আনাড়া শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড সিনহা ১৯৬৩ সালে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনের অন্তর্গত ভজুডি স্টেশনে একজন সামান্য রেলশ্রমিক হিসাবে লোকো বিভাগে কাজে যোগ দেন। পরে বদলি হয়ে ভাগা স্টেশনে কাজ করার সময় রেলকর্মী কমরেড কে সি দেব গোস্বামীর মাধ্যমে তিনি প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড প্রীতীশ চন্দের সান্নিধ্যে আসেন এবং সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তার সন্ধান পান। এর কিছুদিন পরে তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলে যোগদান করেন। এর পর থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করার সংগ্রাম পরিচালনা করতে শুরু করেন এবং তার মধ্য দিয়ে একজন সংগ্রামী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

তিনি রেলওয়ে মেনস ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং রেলশ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় আপসহীনভাবে সংগ্রাম করে গিয়েছেন। ১৯৭৪ সালের ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকের ভূমিকা নেন। ফলে ধর্মঘট শুরু হওয়ার আগেই তাঁকে নানা জামিন-অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে নেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর চাকরি চলে যায়। তারপর তিনি জেল থেকে ছাড়া পান, ধর্মঘটও মিটে যায়। কিন্তু তাঁকে চাকরিতে বহাল করা হয় না। সেই সময় তাঁকে অবর্ণনীয় আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হয়। তা সত্ত্বেও তিনি নিষ্ঠার সাথে দলের কাজ করে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিজের স্ত্রীকেও মানসিক দিক থেকে তৈরি করে দলের সাথে যুক্ত করেছিলেন এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের মধ্যেই দলের প্রভাব বিস্তারের জন্য আজীবন চেষ্টা করে গিয়েছেন।

অনেক দিন চাকরিচ্যুত হয়ে থাকার পর তিনি চাকরি ফিরে পান ও রেলচালকের পদে উন্নীত হয়ে কিছুদিন পর পুরুলিয়া জেলার আনাড়ায় বদলি হন। তখন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি পুরুলিয়া জেলাতেই সংগঠনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। জেলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি সঙ্গীতচর্চা করতেন এবং সঙ্গীতকে বহু ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কাজে ব্যবহার করতেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি প্রায় পুরো সময়টাই দলের কাজে ব্যয় করেছেন। দলের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা ও আবেগ, বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর যে তারুণ্য ও উদ্যম, তা যে কোনও কর্মীর কাছে অনুপ্রেরণার। একবার এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনসংশয় হয়েছিল, যে কারণে পরবর্তী জীবনে তাঁকে কিছু শারীরিক সমস্যা নিয়ে চলতে হয়। কিন্তু তাতে তাঁর উদ্যমে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি।

বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ঘুরে ঘুরে একাই ৪০ কপি গণদাবী বিক্রি করেছেন, ডোনার সংগ্রহ করে পার্টি তহবিলে অর্থ দিতেন। তিনি নিজেও পার্টিকে যথাসম্ভব অর্থ দিয়ে নিয়মিত সাহায্য করেছেন, টাকা জমানোর কথা কখনও ভাবেননি। দলের কর্মীদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অফুরন্ত। বিশেষ করে ছোটদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। তিনি সবরকম ব্যক্তিগত সমস্যার প্রশ্নে নেতৃত্বের পরামর্শ মতো চলতে চেষ্টা করতেন।

তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন সংগ্রামী সংগঠককে, কর্মীরা হারালেন একজন হৃদয়বান কমরেডকে।

কমরেড এম কে সিনহা লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 20 Bengali Weekly December 27, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

পাশ-ফেল চালু করতে হবে প্রথম শ্রেণি থেকেই

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল পুনরায় চালু প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৩ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, আমাদের দলের তরফ থেকে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কেবল পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করল। এটা আমাদের আন্দোলনের আংশিক জয়। পাশ-ফেল তুলে দেওয়ায় শিক্ষার প্রভূত সর্বনাশ হয়েছে। আরও ক্ষতি যাতে না হয় তার জন্য এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে আমরা অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করার দাবি জানাচ্ছি।

সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক তরুণকান্তি নস্করও একই দাবি জানিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে রাজ্য জুড়ে নাগরিক সভা

১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে সিপিডিআরএস-এর রাজ্য কমিটির আহ্বানে রাজ্যের জেলায় জেলায় নানা কর্মসূচি পালিত হয়।

কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে নাগরিক সভায় (ছবি) মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা সুজাত ভদ্র, আর জি কর আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ডাঃ সৌরভ রায়, সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সহসভাপতি নভেন্দু পাল, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক বিশ্ব মানবাধিকার আন্দোলনের গুরুত্ব বিষয়ে আলোকপাত করেন। সভা সঞ্চালনা করেন রাজ্য সহসভাপতি অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ। এ ছাড়া কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া সহ অন্যান্য জেলার বিভিন্ন ব্লকে নাগরিক সভা ও আলোচনা সভা হয়।

মিড-ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের জয়নগর-১ ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে মিড-ডে মিল কর্মচারীদের নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১৮ ডিসেম্বর বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কমরেডস শিপ্রা সরকার, চন্দ্রা পিয়াদা, মনিকা সরকারের নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধিদল আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন। দাবি জানানো হয়— বছরে ১০ মাস নয়, ১২ মাসের বেতন, অতিরিক্ত দিন কাজের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক, অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা ভাতা, এই ভাতা না পাওয়া পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর মনমতো ব্যক্তিকে তাঁর জায়গায় নিয়োগ করা, আইসিডিএস সহায়িকাদের মতো ৬৩০০ টাকা বেতন, পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য ছাত্রছাত্রীদের মাথাপিছু বরাদ্দ বাজারদর অনুযায়ী বাড়ানো, কর্মীদের দুপুরে সেন্টারে খাওয়ার আইনি অধিকার, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি ও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, কোনও অজুহাতেই কর্মী ছাঁটাই না করা এবং রান্নার জন্য গ্যাস ব্যাবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। দুই শতাধিক মিড-ডে মিল কর্মীর উপস্থিতিতে ইউনিয়নের যুগ্ম রাজ্য সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা কর তাঁর বক্তব্যে কর্মীদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার বার্তা দেন।

সংখ্যালঘু বিদ্বেষের বিরুদ্ধে
দক্ষিণ এশিয়ার বামপন্থী ও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলির যৌথ বিবৃতি

দক্ষিণ এশিয়ার বাম ও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলি ১৯ ডিসেম্বর এক যৌথ বিবৃতিতে ভারত ও বাংলাদেশ সহ এই অঞ্চলের ধর্মীয় এবং অন্যান্য সমস্ত ধরনের সংখ্যালঘু মানুষের উপর নিপীড়ন বন্ধ করে বিদ্বেষ ও বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায়। বিবৃতিটি প্রকাশ করা হল।

'সাম্প্রতিক সময়ে ভারত, বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সহ সমস্ত রকমের সংখ্যালঘু জনজীবনের উপর যে ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনছে, আমরা তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। আমরা লক্ষ করছি, এই দেশগুলির শাসক শ্রেণি নয়া উদারনৈতিক পুঁজি তথা একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে নিজের নিজের দেশে বিভাজন ও বিদ্বেষের রাজনীতি প্রখরতর করছে, যা এই দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। ভারতবর্ষে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং দলিত আদিবাসীদের উপর ধারাবাহিক হামলা, বাংলাদেশে একটি স্বৈরাচারী ক্ষমতার পরিবর্তনের পরে সাম্প্রতিক সময়ে সেই দেশের বিভাজনকামী শক্তিগুলির ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং নানা প্রান্তিক জনগণের উপর আক্রমণ শ্রমজীবী জনগণের জীবন ও জীবিকার সঙ্কট আরও বাড়িয়ে তুলছে। অন্যান্য দেশগুলিতেও এই বিভাজনকামী মৌলবাদী শক্তিগুলি শাসক শ্রেণির মদতে শক্তি বৃদ্ধি করছে এবং যথেষ্ট সক্রিয় আছে। যে কোনও দেশের সংখ্যালঘু মানুষ সহ সমস্ত ধরনের বৈষম্যের শিকার জনগণের সমানাধিকার তথা জীবন-জীবিকা ও সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুশীলনের অধিকার রক্ষার লড়াই গণতন্ত্রের অন্যতম বুনিয়াদি প্রশ্ন। সেই অধিকার আজ চ্যালেঞ্জের মুখে।

দেশগুলিতে পুঁজিমালিকদের স্বার্থরক্ষাকারী শক্তিগুলিই দেশ পরিচালনা করছে এবং স্বভাবতই নিপীড়িত মানুষের ঐক্য বিনষ্টকারী বিভাজনের শক্তিগুলিকে তারা মদত দিচ্ছে। তাই শাসক শ্রেণির বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধেও পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আজ একাকার হয়ে গেছে। সমাজে সমস্ত প্রকার সংখ্যালঘু মানুষের অধিকারের লড়াই তথা বৈষম্যবিরোধী সমতার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। দেশগুলিতে গণতন্ত্র ও সমানাধিকারের দাবিতে আমরা যে বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলি লড়াই করছি, আমাদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান থাকা প্রয়োজন। সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তা এবং সমানাধিকারের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমাদের উপরেই রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার শিক্ষার্থীসমাজ সহ গণতন্ত্রপ্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল ও শ্রমজীবী সমস্ত মানুষকে এই বিভাজন ও বিদ্বেষের রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি।'

শঙ্কিত পুঁজিবাদী পণ্ডিতরাও

দুয়ের পাতার পর

কি? বরং সত্যটা এর ঠিক বিপরীত। মুনাফা সর্বোচ্চ জায়গায় নিয়ে যেতে গেলে পুঁজির অন্য কোনও ক্ষেত্রে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। একমাত্র শ্রমিকের ন্যায্য প্রাপ্য বঞ্চিত করেই মুনাফা বাড়ছ।

এখানেই মূর্তি সাহেব কিংবা অনন্ত নাগেশ্বরন সাহেবদের আশঙ্কা। তাঁরা পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থের কথা ভেবে একটু মানবিক পুলটিশ লাগিয়ে শোষণের ক্ষতটাকে ঢাকতে চান। 'কমপ্যাশনেট ক্যাপিটালিজম', 'হিউম্যান ফেস অফ ক্যাপিটালিজ'— এই সব কথা প্রথম শোনা যাচ্ছে না। বহুদিন ধরেই একদল পুঁজিবাদী তাত্ত্বিক বলে চলেছেন, সমাজে বিপুল আর্থিক বৈষম্য কমাতে কিছুটা ধনবণ্টনের রাস্তায় হাঁটতে হবে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ কেইনস থেকে শুরু করে একেবারে হাল আমলের টমাস পিকেটি কিংবা নোবেলপ্রাপ্ত একাধিক অর্থনীতিবিদ বলে চলেছেন পুঁজিপতিরা মমুনাফা করুক, কিন্তু দেশের মানুষের হাতে অন্তত কিছু অর্থ দেওয়া হোক। না হলে সংকটের ভারে পুরো ব্যবস্থাটাই অচিরে ভেঙে পড়বে। সরকারগুলোও কিছু কিছু সরকারি খরচ বাড়িয়ে, মার্কিন দেশে ফুড কুপন দিয়ে, ভারতে রেশনে বিনামূল্যে চাল দিয়ে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কিংবা লাডলি বহিন যোজনা ইত্যাদি দিয়ে একটু হলেও মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

নারায়ণমূর্তি সাহেবদের প্রেসক্রিপশনে হয়ত কিছু কর্পোরেট মালিক বস্ত্র বিতরণ কিংবা লঙ্গরখানার মতো 'সেবা' শুরু করতেও পারেন। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়মই বলছে, মালিকের মুনাফা বাড়লে শ্রমিকের আয় কমবে। একচেটিয়া পুঁজি ছোট পুঁজিকে ক্রমাগত গ্রাস করবে। ফলে দুই-চারটি ক্ষতস্থানে পুলটিশ লাগিয়ে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুরো পচা দেহটাকে আড়াল করার চেষ্টা নিছক বাতুলতা। এই ব্যবস্থাটি টিকিয়ে রেখে এই সংকটের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কল্পনা একেবারেই অবাস্তব।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com